জানুয়ারি ২০২৪ • বর্ষ ০২ • সংখ্যা ০৩ | স্থলবন্দর বিষয়ক নিয়মিত প্রকাশনা

স্থলবন্দর সাময়িকী

জুলাই - ডিসেম্বর ২০২৩

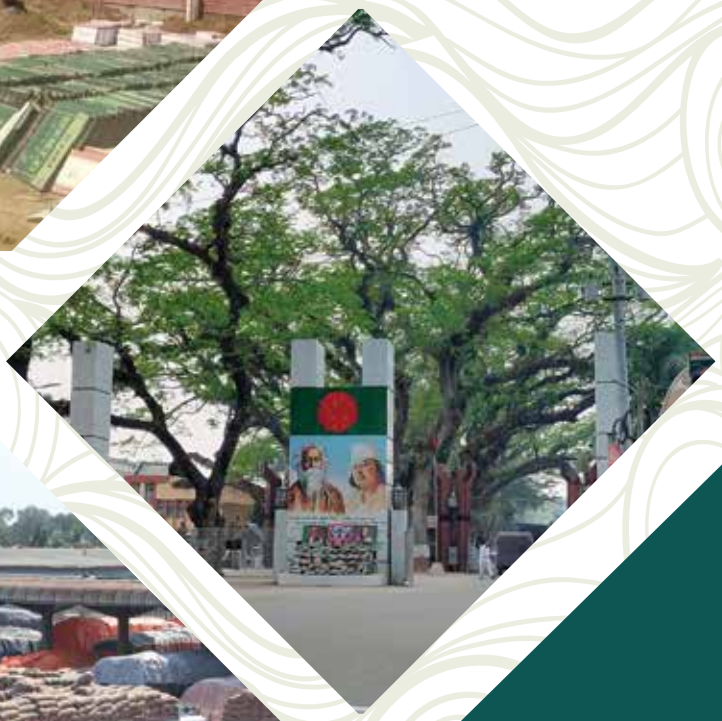

বাংলাদেশ স্থলবন্দর

বাণিজ্য সম্ভাবনার প্রবেশদ্বার

জানুয়ারি ২০২৪
বর্ষ ০২, সংখ্যা ০৩

স্থলবন্দর সাময়িকী
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়মিত প্রকাশনা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রধান সম্পাদক
মোঃ ছাদেকুর রহমান
পরিচালক
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

সম্পাদনা পর্ষদ
শামীম সোহানা
মোহাম্মদ মশিউর রহমান
আবু সালেহ
মোঃ আনিসুর রহমান

ডিজাইন ও প্রকাশনা
রাবেয়া ট্রেডার্স
ই-মেইল: info.rabeyatraders@gmail.com
ফোন: ০১৭১১ ৪০৪ ৪৭৬

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
আক্তারুজ্জামান সিয়াম

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
স্থলবন্দর সাময়িকী
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
স্থলবন্দর ভবন
প্লট- এফ, ১৯/এ
শের-ই-বাংলা নগর
প্রশাসনিক এলাকা
আগারগাঁও, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ০২-৪১০২৫৩০০
ই-মেইল: chairman@bsbk.gov.bd
Website: www.bsbk.gov.bd

সূচিপত্র

একনজরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ০৪

চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

১. বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট: ১ শেওলা, ভোলাগঞ্জ ও রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

২. "বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

৩. "সাউথ এশিয়া সাব-রিজিওনাল ইকোনমিক কোঅপারেশন (সাসেক) ইন্টিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট; বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (BLPA) অংশ" শীর্ষক প্রকল্প।

১০

ডিজিটালাইজেশনে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

১. ডিজিটালাইজেশনে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

১৫

বন্দর উদ্বোধন

১. "ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর (জামালপুর)" এবং "রামগড় স্থলবন্দর (খাগড়াছড়ি)" উদ্বোধন

২. উদ্বোধনকৃত ও উদ্বোধনযোগ্য বন্দরসমূহ:

১৭

সংবাদ চিত্র

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রামগড় স্থলবন্দর উদ্বোধন

২. ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর

৩. রামগড় স্থলবন্দর দিয়ে যাত্রী পারাপার মার্চেই: ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার ফেনী নদীর ওপর নির্মিত ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু ও বন্দর অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন তিনি।

৪. বেনাপোলে অত্যাধুনিক কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল উদ্বোধন জুনে

৫. মেহেরপুরে চালু হচ্ছে চেকপোস্ট ও স্থলবন্দর

৬. হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আসবে ভারতীয় পাট বীজ

২০

বিশেষ রচনা

১. বন্দর লজিস্টিক: আগামীর চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

২. শেওলা স্থলবন্দরের পথ চলা

২৫

বাণী

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ একটি সেবা প্রদানকারী উন্নয়নমূলক সরকারি সংস্থা। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থলপথে প্রতিবেশি দেশগুলোর সংগে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বন্দরসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠাকালে শুধুমাত্র বেনাপোল ও সোনামসজিদ স্থলবন্দরের কার্যক্রম চলমান ছিল। ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের পর নতুন করে ১১টি শুল্ক স্টেশন-কে স্থলবন্দর ঘোষণা করেন এবং এ পর্যন্ত ২৪টি স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৬টি স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু রয়েছে। অবশিষ্ট ০৮টি বন্দর চালুর আপেক্ষাধীন আছে। এগুলোর উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হলে স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি ও সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। একইসাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্ত চোরাচালান হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশ-ভারত বিশ্বের পঞ্চম দীর্ঘ স্থলসীমান্ত। স্থলসীমান্ত দিয়ে দু'দেশের স্থলপথে প্রতিবেশি দেশের সঙ্গে কম খরচে ও সহজে যাত্রী চলাচল এবং মালামাল পরিবহন করা হচ্ছে। এতে স্থলবাণিজ্য বিকশিত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিবেশি দেশের জনগণের সঙ্গে বাংলাদেশের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের অদম্য অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখা এবং স্থলবন্দরসমূহকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ও গতিশীল করে গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে বাংলাদেশ শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতিতে পদার্পণ করছে। এ প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীল করার লক্ষ্যে স্থলবন্দর সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান ও উৎসাহ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। 'স্থলবন্দর সাময়িকী' পাঠান্তে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ও এর কার্যাবলি সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি হবে। 'স্থলবন্দর সাময়িকী' প্রকাশনার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমি এ 'স্থলবন্দর সাময়িকী' প্রণয়ন এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভকামনা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

একনজরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশের স্থলসীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪,২৪৬ কি.মি.। এর মধ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪,০৫৩ কি.মি এবং মিয়ানমারের সাথে আরও ১৯৩ কি.মি (উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন)। এই দীর্ঘ স্থলসীমান্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে আসছে। শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর আওতায় ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশনের অধীনে স্থলবন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়। এর প্রজ্ঞাপন নং- এস আর ও নং- ৪৯৩/ডি/কাস/৭৯, তারিখ ০৬ জুলাই, ১৯৭৯ এর মাধ্যমে ওয়্যারহাউজিং স্টেশন ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন বিলুপ্ত হওয়ার পর বেনাপোল শুল্ক স্টেশনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পাট মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত সেল) এর উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৮৪ সালে বেনাপোল শুল্ক স্টেশনের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হয়। প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে উন্নততর ও সহজতর করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষ ২০০২ সালে স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি শুল্ক স্টেশনকে সরকার কর্তৃক স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৭টি শুল্ক স্টেশনে স্থলবন্দর হিসেবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা, নাকুগাঁও, তামাবিল, সোনাহাট গোবরাকুড়া-কড়ইতলী, বিলোনিয়া, শেওলা, ধানুয়া-কামালপুর ও রামগড় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। বিরল স্থলবন্দর ব্যতীত অপর ০৫টি স্থলবন্দর যথা- বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ ও বিবিরবাজার স্থলবন্দরের আবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য বিওটি (বিল্ড, অপারেট, ট্রান্সফার) ভিত্তিতে পোর্ট অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৭টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান ও চালুর অপেক্ষাধীন রয়েছে। স্থলবন্দরসমূহ আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি ও সরকারি রাজস্ব আদায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। একইসাথে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্তে চোরাচালান হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

রূপকল্প (Vision):

দক্ষ, নিরাপদ ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বমানের স্থলবন্দর।

অভিলক্ষ্য (Mission):

স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারি - বেসরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান।

কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

- স্থলবন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন।
- স্থলবন্দরে পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য অপারেটর নিয়োগ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও ফিসের তফসিল প্রণয়ন।
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চুক্তি সম্পাদন।

বোর্ড গঠন:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর (২০০১ সনের ২০ নং আইন) ধারা- ৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে:

- একজন চেয়ারম্যান
- তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং
- তিনজন খন্ডকালীন সদস্য, যাদের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা, একজন শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত বেসরকারি ব্যক্তি হবেন।

বোর্ড পরিচালনা:

- কর্তৃপক্ষের পরিচালন ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে বোর্ডও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে।
- বোর্ড তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।
- চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তাধীনে কর্মরত থাকবেন।
- খন্ডকালীন সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং নিয়োগের তারিখ হতে ০২ (দুই) বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং পুনরায় নিয়োগযোগ্য হবেন।
- চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন।
- চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোনো কারণে চেয়ার-ম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে, শূন্যপদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

বোর্ডের সভা:

- বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
- বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য একজন সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যূন ০২ (দুই) জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।
- বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।
- বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সার্বক্ষণিক সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা কেবলমাত্র বোর্ডের কোনো সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে অবৈধ হবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাবে না।
- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

  ১. বোর্ডসভা - ৭৭ তম
  ২. সভা অনুষ্ঠানের তারিখ - ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
  ৩. সিদ্ধান্ত সংখ্যা - ০৫ টি

- জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো বিশেষ বোর্ডসভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:

৭৭ তম বোর্ডসভায় গৃহীত ০৫ (পাঁচ) টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ০৫ (পাঁচ) টি সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো:

কর্তৃপক্ষের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ০৬(ছয়) টি বিভাগ/শাখা রয়েছে। যথা: প্রশাসন শাখা, প্রকৌশল শাখা, ট্রাফিক শাখা, হিসাব শাখা, অডিট শাখা ও বোর্ড শাখা। উক্ত বিভাগ/শাখার মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদিত হয়।

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্থলবন্দরসমূহ:

ক্রম	স্থলবন্দরের নাম	ঘোষণার তারিখ	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারতীয় অংশের নাম
১.	বেনাপোল স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	বেনাপোল, শার্শা, যশোর	পেট্রাপোল, বনগাঁও, পশ্চিমবঙ্গ
২.	বুড়িমারী স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	চেংড়াবান্ধা, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	আখাউড়া স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আগরতলা, ত্রিপুরা
৪.	ভোমরা স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	ভোমরা, সাতক্ষীরা সদর	গোজাডাঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	৩০/০৯/২০১০	নালিতাবাড়ী, শেরপুর	ডালু, মেঘালয়
৬.	তামাবিল স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	গোয়াইনঘাট, সিলেট	ডাউকি, শিলং, মেঘালয়
৭.	সোনাহাট স্থলবন্দর	২৫/১০/২০১২	ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম	গোলকগঞ্জ, ধুবরী, আসাম
৮.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	২৩/০২/২০০৯	বিলোনিয়া, পরশুরাম, ফেনী	মুহুরীঘাট, ত্রিপুরা
৯.	গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর	১৪/০৬/২০১০	হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	গাছুয়াপাড়া, মেঘালয়
১০.	শেওলা স্থলবন্দর	৩০/০৬/২০১৫	বিয়ানীবাজার, সিলেট	সুতারকান্দি, করিমগঞ্জ, আসাম
১১.	রামগড় স্থলবন্দর	০৭/১১/২০১০	রামগড়, খাগড়াছড়ি	সাবরুম, ত্রিপুরা
১২.	ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর	২১/০৫/২০১৫	বকশীগঞ্জ, জামালপুর	মহেন্দ্রগঞ্জ, আমপতি, মেঘালয়

বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত স্থলবন্দরসমূহ:

ক্রম	স্থলবন্দরের নাম	ঘোষণার তারিখ	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মিয়ানমার অংশের নাম
১.	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মহাদীপুর, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ
২.	হিলি স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	হাকিমপুর, দিনাজপুর	হিলি, দঃ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়	ফুলবাড়ি, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ
৪.	বিবিরবাজার স্থলবন্দর	১৮/১১/২০০২	বিবিরবাজার, কুমিল্লা সদর	শ্রীমন্তপুর, সোনামুড়া, ত্রিপুরা
৫.	টেকনাফ স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	টেকনাফ, কক্সবাজার	মংডু, সিটুওয়ে, মিয়ানমার
৬.	বিরল স্থলবন্দর (চালুর অপেক্ষায়)	১২/০১/২০০২	বিরল, দিনাজপুর	রাধিকাপুর, পশ্চিমবঙ্গ

চালুর অপেক্ষাধীন স্থলবন্দরসমূহ:

ক্রম	স্থলবন্দরের নাম	ঘোষণার তারিখ	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মিয়ানমার অংশের নাম
১.	দর্শনা স্থলবন্দর	১২/০১/২০০২	দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা	গেদে, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ
২.	তেগামুখ স্থলবন্দর	৩০/০৬/২০১৩	বরকল, রাঙ্গামাটি	দেমাগ্রী/কাউয়াপুচিয়া, মিজোরাম
৩.	চিলাহাটি স্থলবন্দর	২৮/০৭/২০১৩	ডোমার, নীলফামারী	হলদীবাড়ী, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ
৪.	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর	৩১/০৭/২০১৩	জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা	মাঝদিয়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
৫.	বাল্লা স্থলবন্দর	২৩/০৩/২০১৬	চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	পাহাড়মুড়া, খৈয়াই, ত্রিপুরা
৬.	ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর	২৫/০৭/২০১৯	ভোলাগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট	ভোলাগঞ্জ, চেরাপুঞ্জি, মেঘালয়

মানচিত্রে বাংলাদেশের স্থলবন্দরের অবস্থান

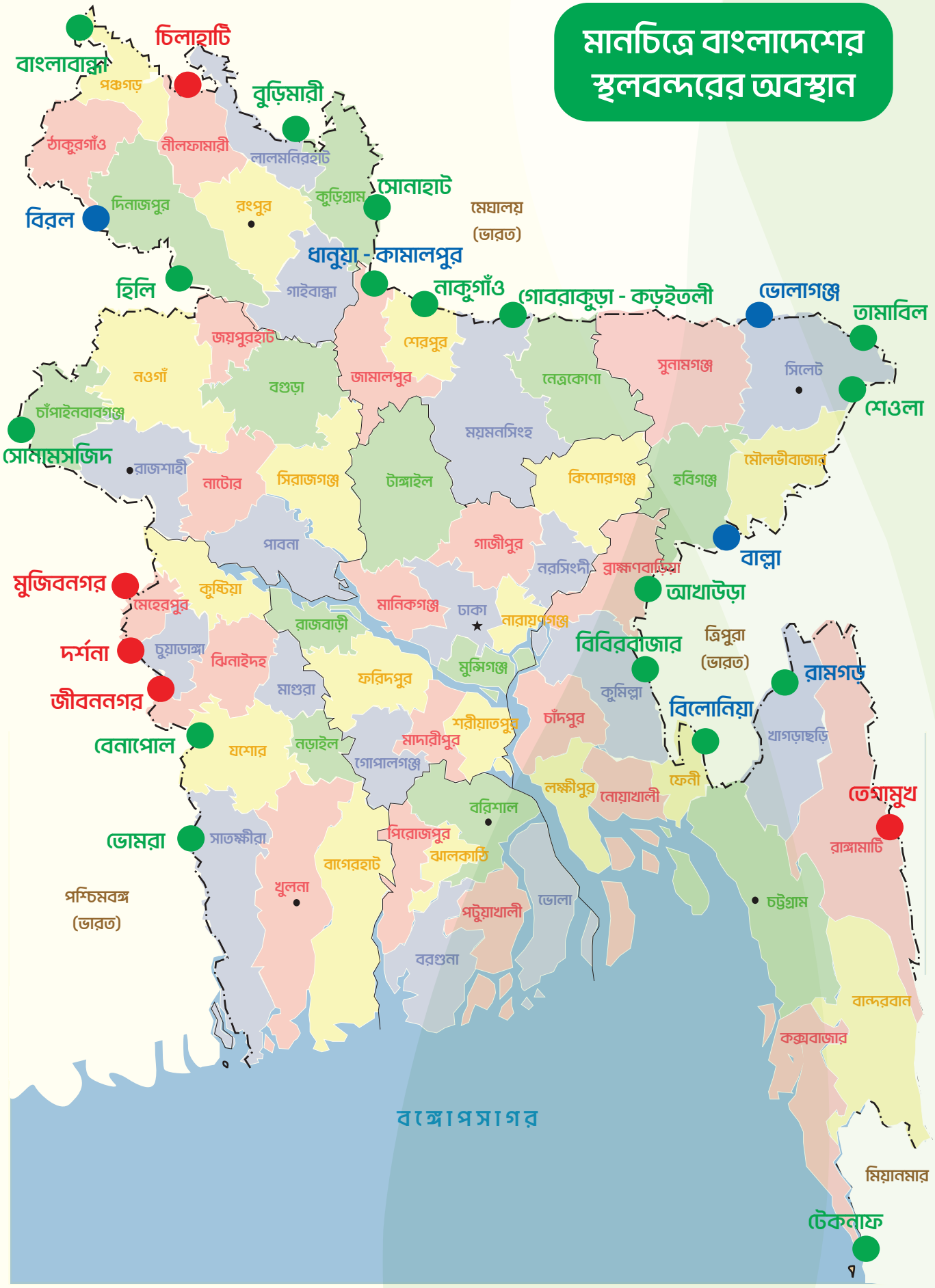

বন্দরে পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ

পণ্য হ্যান্ডলিং

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন ১৬টি স্থলবন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের হ্যান্ডলিং (ইকুইপমেন্ট ও ম্যানুয়ালি) সেবা প্রদান করা হয়। পণ্যবাহী ট্রাক হতে বন্দরের শেড/ইয়ার্ডে আনলোড, শেড/ইয়ার্ড হতে দেশীয় ট্রাকে লোড এবং ট্রাক টু ট্রাক ট্রান্সশিপমেন্ট করা হয়। জুলাই-২০২৩ হতে ডিসেম্বর-২০২৩ মাস পর্যন্ত স্থলবন্দরভিত্তিক পণ্য হ্যান্ডলিং এর পরিসংখ্যান নিম্নে চিত্রে উপস্থাপন করা হলো:

পণ্য হ্যান্ডলিং এর পরিমাণ (লক্ষ মে. টন):

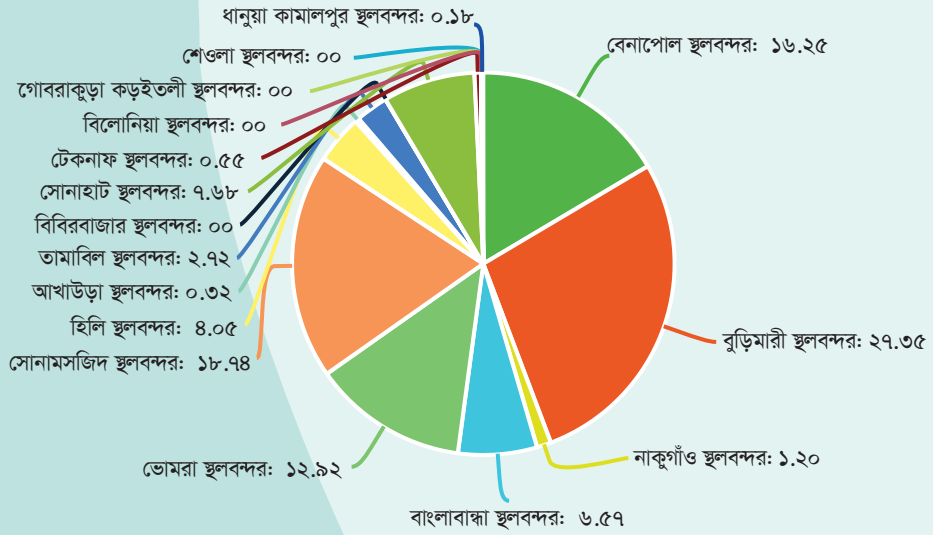

আমদানি - রপ্তানি

স্থলপথে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন চালুকৃত ১৪টি স্থলবন্দরের মাধ্যমে ভারত, নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমার এর সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেশি দেশের সাথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজতর ও উন্নততর করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করছে। জুলাই-২০২৩ হতে ডিসেম্বর-২০২৩ মাস পর্যন্ত বন্দর ভিত্তিক আমদানি-রপ্তানির পরিসংখ্যান নিম্নে চিত্রে উপস্থাপন করা হলো:

আমদানির পরিমাণ (লক্ষ মে. টন):

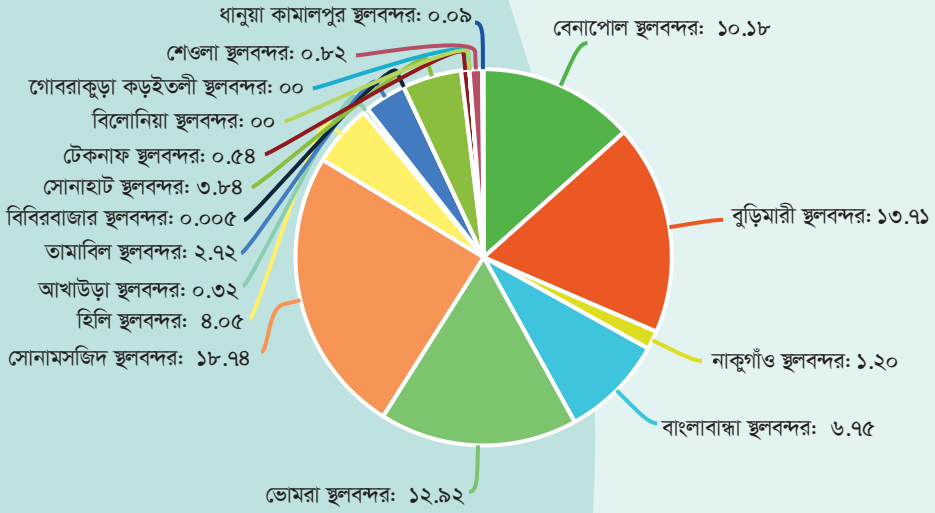

রপ্তানির পরিমাণ (লক্ষ মে. টন):

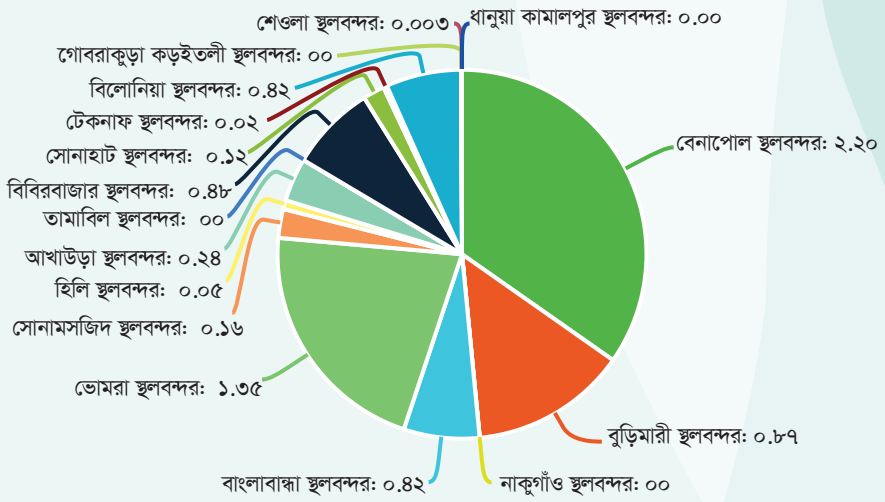

আয়ের বিবরণী

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজতর ও উন্নততর করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করছে। জুলাই-২০২৩ হতে ডিসেম্বর-২০২৩ মাসের স্থলবন্দরভিত্তিক আয়ের পরিসংখ্যান চিত্রে নিম্নরূপ :

আয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়):

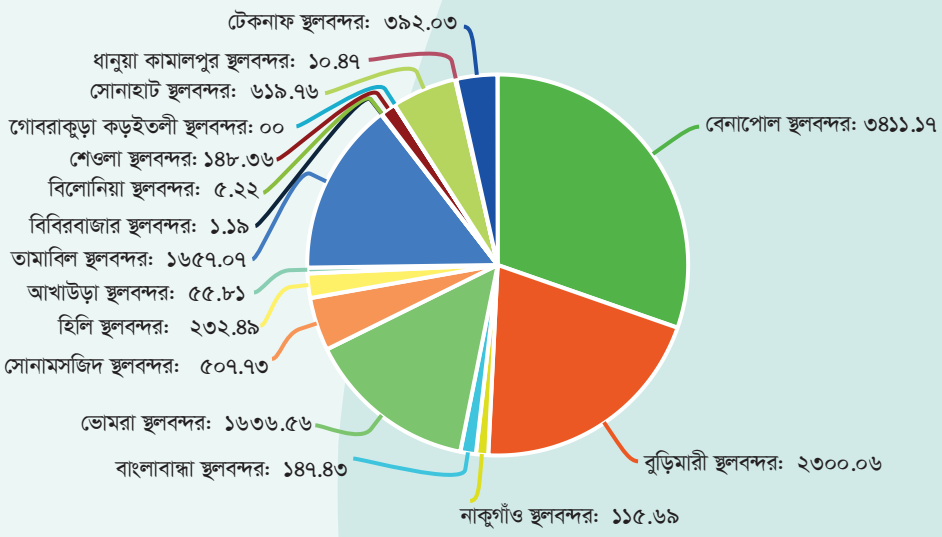

যাত্রী গমনাগমন

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ একটি সেবা প্রদানকারী সংস্থা। প্রতিবেশি দেশসমূহের সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করাই এর লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে বন্দর এলাকায় ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী, চিকিৎসা, শিক্ষা সেবাপ্রত্যাশী যাত্রীগণকে সেবা প্রদান করা হয়। চালুকৃত ১৫টি স্থলবন্দরের মধ্যে সোনাহাট ও গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর ব্যতিত সকল স্থলবন্দরে যাত্রী গমনাগমনের জন্য ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে পাসপোর্টধারী যাত্রীগণ প্রতিবেশি দেশসমূহে গমনাগমন করে থাকে। যাত্রীসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে একটি আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে বেনাপোলসহ বুড়িমারী, নাকুগাঁও, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা, বিশ্রামাগার, উন্নত টয়লেট, বিনোদন ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে। ক্রমান্বয়ে সকল স্থলবন্দরে যাত্রীসেবা সুবিধাদি উন্নয়ন করা হবে।

জুলাই-২০২৩ হতে ডিসেম্বর-২০২৩ মাস পর্যন্ত বন্দরভিত্তিক যাত্রী গমনাগমন (সংখ্যা)

ক্রম	বন্দরের নাম	যাত্রী গমনাগমন (জন)		মোট	মন্তব্য
		বহির্গমন	আগমন		
১.	বেনাপোল স্থলবন্দর	৫৫৫৪৩১	৫২৫০৮৪	১০৮০৫১৫	যাত্রীদের অবস্থান, নিরাপত্তা, মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা এবং টয়লেট সুবিধা রয়েছে।
২.	বুড়িমারী স্থলবন্দর	৫১৬১৭	৪৭৫০১	৯৯১১৮	
৩.	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	৩৬৩০	৩৪৯৫	৭১২৫	
৪.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	১৯৪৩৮	২০৭৬৩	৪০২০১	
৫.	ভোমরা স্থলবন্দর	১০১৮৯২	১০৪০১৯	২০৫৯১১	
৬.	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	২৫৩৫৮	২৬০৬১	৫১৪১৯	ইমিগ্রেশন কার্যক্রম বন্দরের বাইরে সম্পন্ন হয় বিধায় যাত্রী ফি আদায় করা হয় না।
৭.	হিলি স্থলবন্দর	৫৮৪২৫	৫৬৯৭৭	১১৫৪০২	
৮.	আখাউড়া স্থলবন্দর	৮৬৪৬৩	৮১৩৯৩	১৬৭৮৫৬	
৯.	তামাবিল স্থলবন্দর	৩৬৬৮	৩৫১৫	৭১৮৩	
১০.	বিবিরবাজার স্থলবন্দর	২৩৭৬২	২৩০২৮	৪৬৭৯০	
১১.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	৩৬৪৬	৩৫৭৫	৭২২১	
১২.	শেওলা স্থলবন্দর	৬২৭	৬৫৩	১২৮০	
১৩.	গোবরাকুড়া কড়ইতলী স্থলবন্দর	০০	০০	০০	ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু নেই।
১৪.	সোনাহাট স্থলবন্দর	০০	০০	০০	
১৫.	ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর	০০	০০	০০	
১৬.	টেকনাফ স্থলবন্দর	০০	০০	০০	রোহিঙ্গা সমস্যার জন্য নভেম্বর-২০১৬ মাস হতে যাত্রী গমনাগমন বন্ধ রয়েছে।
	মোট=	৯,৩৩,৯৫৭	৮,৯৬,০৬৪	১৮,৩০,০২১	

বেনাপোল স্থলবন্দরের আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল

চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

১. বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট: ১ শেওলা, ভোলাগঞ্জ ও রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট- ১ শেওলা, ভোলাগঞ্জ ও রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়ন এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্প এলাকা : (১) শেওলা স্থলবন্দর, বিয়ানীবাজার, সিলেট
(২) ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর, কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট
(৩) রামগড় স্থলবন্দর, রামগড়, খাগড়াছড়ি
(৪) বেনাপোল স্থলবন্দর, শার্শা, যশোর।

শেওলা স্থলবন্দরে নির্মিত ওয়েব্রীজ স্কেল

বেনাপোল স্থলবন্দরের সিসিটিভি স্থাপন

প্রকল্প ব্যয় (সংশোধিত) : ৯৬৬১৩.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি+বিশ্বব্যাংক)

প্রকল্পের মেয়াদ (সংশোধিত) : ০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের বিবরণ: ভোলাগঞ্জ, শেওলা ও রামগড় স্থলবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৬২%।

শেওলা স্থলবন্দরে নির্মিত ওয়্যারহাউজ

শেওলা স্থলবন্দরে নির্মিত মাল্টি এজেন্সি সার্ভিস ভবন

শেওলা স্থলবন্দরে নির্মিত ট্রান্সশিপমেন্ট সার্ভিস ভবন

শেওলা স্থলবন্দরে নির্মিত বাউন্ডারি ওয়াল।

২. "বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের নাম : "বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : শার্শা, যশোর

প্রকল্প ব্যয় : ৩২৯২৮.৬৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)

প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকাল: ০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের বিবরণ: জমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওপেন ইয়ার্ড, ভবন নির্মাণ, ড্রেন, টয়লেট কমপ্লেক্স, ওয়েব্রীজ স্কেল, মেইনগেট, পুকুর খনন, বিদ্যুতায়ন/বৈদ্যুতিকীকরণ, গেটহাউজ ও সিকিউরিটি সিস্টেমসহ অন্যান্য অবকাঠামো। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৬৮%।

বেনাপোল স্থলবন্দরের নির্মাণাধীন কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনালের ওপেন ইয়ার্ড

বেনাপোল স্থলবন্দরের নির্মাণাধীন কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনালের অফিস ভবন

বেনাপোল স্থলবন্দরের নির্মাণাধীন কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনালের ব্যারাক ভবন

৩. "সাউথ এশিয়া সাব-রিজিওনাল ইকোনমিক কোঅপারেশন (সাসেক) ইন্টিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট; বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (BLPA) অংশ" শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্পের নাম : সাউথ এশিয়া সাব-রিজিওনাল ইকোনমিক কোঅপারেশন (সাসেক) ইন্টিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট; বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (BLPA) অংশ শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্প এলাকা : (১) আখাউড়া স্থলবন্দর, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
(২) তামাবিল স্থলবন্দর, গোয়াইনঘাট, সিলেট

প্রকল্প ব্যয় (সংশোধিত) : ২১৭.০০ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য+নিজস্ব তহবিল)

প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ (সংশোধিত) : ০১-০৭-২০২২ হতে ৩১-১২-২০২৫ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের বিবরণ: আখাউড়া স্থলবন্দরে বন্দর ব্যবহারকারীদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে মাল্টি এজেন্সি সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ, সাধারণ পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম, ট্রাক পার্কিং এরিয়া, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ, ওয়েব্রীজ স্কেল, আবাসিক ভবন, ড্রাইভার/শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামাগার ও ক্যান্টিন, সমন্বিত চেক পয়েন্ট বুথ, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ফায়ার প্রটেকশনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ।

তামাবিল স্থলবন্দরে মাল্টি এজেন্সি সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ, পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম, ট্রাক পার্কিং এরিয়া, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও নিরাপত্তা প্রাচীর, ওয়েব্রীজ স্কেল, আবাসিক ভবন, ড্রাইভার/শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামাগার ও ক্যান্টিন নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো।

প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ০.০৬%।

৪. "একসেলেরেটিং ট্রান্সপোর্ট এন্ড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন ইন দ্যা ইস্টার্ন সাউথ এশিয়া (অ্যাকসেস প্রোগ্রাম) বাংলাদেশ ফেজ-১ (বিএলপিএ কম্পোনেন্ট)" শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্পের নাম : একসেলেরেটিং ট্রান্সপোর্ট এন্ড ট্রেড কানেক্টিভিটি ইন ইস্টার্ন সাউথ এশিয়া (এ্যাকসেস প্রোগ্রাম) বাংলাদেশ ফেজ-১ (বিএলপিএ কম্পোনেন্ট) শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্প এলাকা : (১) বেনাপোল স্থলবন্দর, শার্শা, যশোর।
(২) বুড়িমারী স্থলবন্দর, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।
(৩) ভোমরা স্থলবন্দর, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

প্রকল্প ব্যয় : ৩৪৬৭.০০ কোটি টাকা (বিশ্বব্যাংক)

প্রকল্পের মেয়াদ : ০১-০৭-২০২২ হতে ৩০-০৬-২০২৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের বিবরণ: বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় একসেলেরেটিং ট্রান্সপোর্ট এন্ড ট্রেড কানেক্টিভিটি ইন ইস্টার্ন সাউথ এশিয়া (এ্যাকসেস) বাংলাদেশ ফেজ- ১ (বিএলপিএ কম্পোনেন্ট) স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৪৬৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বেনাপোল, ভোমরা, বুড়িমারী স্থলবন্দরে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হবে। প্রকল্পটি গত ২৬-০৪-২০২৩ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

ভবিষ্যত প্রকল্পের বিবরণ

১. "সোনাহাট ও নাকুগাঁও স্থলবন্দর সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম : "সোনাহাট ও নাকুগাঁও স্থলবন্দর সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্প এলাকা : (১) সোনাহাট স্থলবন্দর, ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।
(২) নাকুগাঁও স্থলবন্দর, নালিতাবাড়ী, শেরপুর।

প্রকল্প ব্যয় : ২০০.০০ কোটি টাকা।

প্রকল্পের কাজের বিবরণ: সোনাহাট স্থলবন্দরে অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, নাকুগাঁও স্থলবন্দরে ইয়ার্ড সহ প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ।

২. "দর্শনা স্থলবন্দর সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম : "দর্শনা স্থলবন্দর সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্প এলাকা : দর্শনা স্থলবন্দর, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।

প্রকল্প ব্যয় : ২৫০.০০ কোটি টাকা।

প্রকল্পের কাজের বিবরণ: দর্শনা স্থলবন্দরে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ।

বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত বন্দরের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ১২ জানুয়ারি, ২০০২ তারিখে বিরল শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর ঘোষণা করা হয়। ২৫ বছরের জন্য এ স্থলবন্দর উন্নয়ন ও পরিচালনার নিমিত্ত ২২ অক্টোবর, ২০০৬ তারিখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে বেসরকারি পোর্ট অপারেটরের মধ্যে Concession Agreement (CA) স্বাক্ষরিত হয়। বিরল শুল্ক স্টেশনকে রেলরুটের পাশাপাশি সম্প্রতি স্থলরুট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ স্থলবন্দরের জন্য ১৭.৫৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। পোর্ট অপারেটর কর্তৃক বন্দর উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বন্দরটি চালু করার জন্য ভারতীয় অংশে (রাধিকাপুর) স্থলরুট ঘোষণা করা প্রয়োজন।

বিরল স্থলবন্দরের নির্মিত অফিস ভবন

সেমিনার ও প্রশিক্ষণ

গত ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ ০২ (দুই) দিনব্যাপী ঢাকার হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল এ বাংলাদেশ-ভারত Joint Working Group on Trade (JWGT) এর ১৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নুর মোঃ মাহবুবুল হক এর নেতৃত্বে ২৩ (তেইশ) সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব বিপুল বংশাল এর নেতৃত্বে ০৮ (আট) সদস্যবিশিষ্ট ভারতীয় প্রতিনিধি দল সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক) অংশগ্রহণ করেন। সভায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, কানেক্টিভিটি ও ট্রানজিট সম্প্রসারণ, অশুল্ক বাধা দূরীকরণ, বন্দর সুবিধা বৃদ্ধি ও বর্ডার হাট স্থাপনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বিগত ০৮-০৯ জুন, ২০২৩ তারিখে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড এর ১০ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তমোতাবেক বাংলাদেশ ও ভারত দু'দেশের মধ্যে স্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ স্থলশুল্ক স্টেশনের অবকাঠামোগত অসুবিধা চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক সভা আয়োজন করা হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এঁর নেতৃত্বে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ভারত-বাংলাদেশের ০৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট সাবগ্রুপ অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ আইসিপি/এলসিএস গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঠিত সাবগ্রুপ অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ আইসিপি/এলসিএস কমিটির ০৪ (চার)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ ধারাবাহিকতায় ৫ম সভাটি ০৪-০৫ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মো. জিল্লুর রহমান চৌধুরী এবং ভারতের পক্ষে ভারতীয় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান শ্রী আদিত্য মিশ্রা নেতৃত্ব দেন। সভায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৫ম সাব গ্রুপ মিটিং

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৫ম সাব গ্রুপ মিটিং

গত ২২-২৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ Economic & Social Commission for Asia and The Pacific (ESCAP) কর্তৃক ভারতের শিলং "Subrregional Capacity Building Workshop on Supporting the Policies on the Low Carbon and Resilent Transport Infrastructure" শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের প্রতিনিধিবর্গ ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ ডাউকি আইসিপি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

Shipping Secretary Level Talks & Inter-Government Committee Meeting:

গত ১৯-২০ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নৌসচিব পর্যায়ের সভা, প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিএন্ডটি) এর অধীন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা এবং ইন্টার গভর্ণমেন্টাল কমিটির (আইজিসি) সভা ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোস্তফা কামাল এবং ভারতের পোর্টস, শিপিং এন্ড ওয়াটারওয়েজ মন্ত্রণালয়ের সচিব টি কে রমাচন্দ্রন নিজ নিজ দেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশের পক্ষে সভাসমূহে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর-সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল এবং ভারতের ২৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

শূন্যপদ পুরণ সংক্রান্ত:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে অক্টোবর, ২০২৩ মাসে সহকারী পরিচালক ট্রাফিক) এর ০৫টি পদে, মেডিকেল অফিসার এর ০১টি পদে, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এর ০২টি পদে, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) এর ০১টি পদে, অডিট অফিসার এর ০২টি পদে, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর ০৪টি পদে, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা কাম কম্পিউটার অপারেটর এর ০২টি পদে, ট্রাফিক পরিদর্শক এর ০২টি পদে, হিসাবরক্ষক এর ০৮টি পদে, অডিটর এর ০৩টি পদে, ওয়্যারহাউজ সুপারিনটেনডেন্ট এর ০৭টি পদে, কম্পিউটার অপারেটর এর ০২টি পদে এবং অফিস সহায়ক এর ০৭টি পদসহ মোট ৪৬ টি পদে ৪৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসে পদোন্নতিযোগ্য উপ-পরিচালক ট্রাফিক) এর ০৪টি পদে, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) এর ০১টি পদে, উপ-পরিচালক (প্ল্যানিং) এর ০১টি পদে, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) এর ০১টি পদে, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর ০১টি পদে এবং ট্রাফিক পরিদর্শক এর ০৫টি পদসহ মোট ১৩টি পদে ১৩ জন কর্মকর্তা- কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ বিবরণী

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে একটি কার্যকর জবাবদিহিমূলক, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন মেয়াদে ইনহাউজ, সঞ্জীবনী ও অন্যান্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

তারিখ	বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
২৫-০৯-২০২৩	প্রধান কার্যালয়ে ৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণে ০১ দিন ব্যাপী 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা' বিষয় ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।	৩৪ জন
২৭-০৯-২০২৩	প্রধান কার্যালয়ে ৩০জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণে ০১ দিনব্যাপী 'তথ্য অধিকার (RTI) ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)' বিষয়ে ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।	৩০ জন
১৬-১১-২০২৩	প্রধান কার্যালয়ে ৩০জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণে ০১ দিন ব্যাপী 'স্মার্ট বন্দর ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।	৩০ জন
২৯-১১-২০২৩	বেনাপোল স্থলবন্দরে ৩০জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণে ০১ দিন ব্যাপী 'শুদ্ধাচার' বিষয়ক ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।	৩০ জন
২৪-১২-২০২৩	বেনাপোল স্থলবন্দরে ২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণে ০১ দিন ব্যাপি 'ক্যামিকেল পণ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা' বিষয় ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।	২৫ জন
১৭-১২-২০২৩ হতে ২১-১২-২০২৩	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের ১০-২০তম গ্রেডের ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণে ০৫ দিন ব্যাপী বি আর ডি টি আই, খাদিমনগর, সিলেটে 'সঞ্জীবনী' কোর্সে ১ম ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	২০ জন
২৪-১২-২০২৩ হতে ২৭-১২-২০২৩	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের ১০-২০তম গ্রেডের ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণে ০৫ দিন ব্যাপী বি আর ডি টি আই, খাদিমনগর, সিলেটে 'সঞ্জীবনী' কোর্সে ২য় ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	২০ জন

এছাড়াও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের ১৫ জন কর্মকর্তাকে সরকারি/বেসরকারি ১০ টি প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ডিজিটালাইজেশনে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তারই ধারবাহিকতায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা তথা Ease of Doing Business নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এ কর্তৃপক্ষে বিভিন্ন ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-

- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের উন্নয়নমূলক কাজসহ প্রায় ৯৫% ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।
- বর্তমানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম লাইভ সার্ভারে সম্পন্ন করা হয়। পর্যায়ক্রমে বেনাপোল, ভোমরা, বুড়িমারী ও তামাবিল স্থলবন্দরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করা হবে।

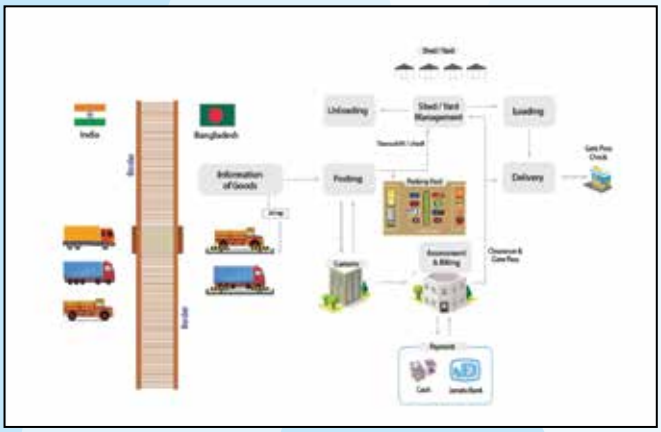

Integrated Smart Land Port Management System

- "SASEC Road Connectivity Project এর আওতায় Operational Efficiency of BLPA" শীর্ষক প্যাকেজের মাধ্যমে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বেনাপোল স্থলবন্দরের অটোমেশন সফটওয়্যারটি ডেভেলপমেন্ট করা হয়। এতে ১৪ টি মডিউল রয়েছে। সফটওয়্যারটি আরো আধুনিক ও ব্যবহার বান্ধব করার লক্ষ্যে আপডেটিং এর জন্য সফটওয়্যার কোম্পানি নিয়োগের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- "Digitalization of the Border Procedures at Bhomra Land port" প্রকল্পের আওতায় ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে ভোমরা স্থলবন্দরে e-Port management ডেভেলপমেন্ট এর জন্য সফটওয়্যার কোম্পানি নিয়োগ করা হয়েছে।
- "Digitalization of the Border Procedures at Bhomra Land port" প্রকল্পের আওতায় ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে ভোমরা স্থলবন্দরে Network Infrastructure এর জন্য কোম্পানি/ভেন্ডর নিয়োগের কাজ চলমান।
- বুড়িমারী স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বাস্তবকের নিজস্ব অর্থায়নে e-Port Management System Application ডেভেলপমেন্ট করা হয়।
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত তথ্যাদি সংরক্ষণের নিমিত্ত PMIS সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত সফটওয়্যারটি লাইভ সার্ভারে হোস্ট করা রয়েছে। http://pims.aqualinkbd.com/login|
- বিআরসিপি-১ প্রকল্পের মাধ্যমে বেনাপোল স্থলবন্দরে সংরক্ষিত মালামাল এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং চুরি প্রতিরোধে বন্দরের পুরো অংশ security surveillance system স্থাপন করা হয়েছে। এতে ৩৭৫টি আইপি কামেরা এবং একটি ডেটা সেন্টার রয়েছে। ফলে শেডের ভেতরে এবং বাইরে ক্যামেরা দ্বারা নিয়মিত মনিটরিং করা যায়।
- বেনাপোল স্থলবন্দরে ডিজিটাল এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এতে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মচারী এবং নিরাপত্তা কর্মীদের উপস্থিতি শতভাগ তিন শিফটে ডিজিটাল এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।
- গত ২৯/০৫/২০২৩ তারিখে স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জার ফ্যাসিলিটি চার্জসহ অন্যান্য চার্জ 'একপে' এর মাধ্যমে গ্রহণ করার লক্ষ্যে a2i প্রোগ্রাম এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পাদিত হয়।
- স্থলবন্দরের মাধ্যমে পাসপোর্টধারী যাত্রীসেবা হয়রানিমুক্ত ও স্মার্ট করার এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বন্দরের যাত্রী সুবিধা চার্জ পেমেন্ট ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। এতে স্থলবন্দরের যাত্রীগণ তাদের নির্দিষ্ট দিনের যাত্রার পূর্বে যে কোন সময়, যে কোন জায়গা থেকে, কম খরচে, প্যাসেঞ্জার ফ্যাসিলিটি চার্জপ্রদান এবং তা যাচাই করতে পারবে যা স্মার্ট বন্দর ব্যবস্থাপনায় অন্যতম সেবা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। পাসপোর্ট যাত্রীদের জন্য বন্দরের যাত্রী সুবিধা চার্জ পেমেন্ট ডিজিটাইজেশন সিস্টেম ইতোমধ্যে ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে। http://blpa.ekpay.gov.bd। যাত্রীদের জন্য ওয়েব এ্যাপলিকেশনটি বর্তমানে চালু রয়েছে।
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে বিদ্যমান কম্পিউটার সামগ্রী, স্টেশনারী সামগ্রী, আসবাবপত্র, জমি ও ভবন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য Inventory ও Asset Management Software ক্রয় করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন স্থলবন্দরসমূহের প্রত্যেক দিনের ট্রাফিক রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট করার জন্য Traffic Report Management Software ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে। বর্তমানে নিজস্ব সার্ভারে হোস্ট করা আছে। সফটওয়্যারটির লিং: http://203.76.103.86/trms/।
- সিএন্ডএফ এজেন্ট/বন্দর ব্যবহারকারীদের বন্দর ব্যবহারকারীর লাইসেন্স স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত সেবা প্রদান করতে অনলাইনভিত্তিক ডিজিটাল ইউজার লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হবে।
- সোনাহাট স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বাস্তবকের নিজস্ব অর্থায়নে শুধুমাত্র ওয়েব্রীজ স্কেল অটোমেশন কার্যক্রম শুরু করা হবে।
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের স্থলবন্দরসমূহের ট্রাফিক অপারেশন, হিসাব শাখার আয়-ব্যয়, প্রশাসন ইত্যাদি ম্যানেজমেন্ট এর জন্য একটি সেন্ট্রাল Integrated Smart Land Port Management System এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Inventory ও Asset Management Software ক্রয়

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে বিদ্যমান কম্পিউটারসামগ্রী, স্টেশনারীসামগ্রী, আসবাবপত্র, জমি ও ভবন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য Sky Lark Soft Ltd. কর্তৃক Inventory ও Asset Management Software ডেভলপমেন্ট করা হয়েছে। উক্ত সফট্ওয়্যারটি Cloud server এ হোস্ট করা হয়েছে। যা বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটের অভ্যন্তরীণ ই সেবা সমূহের অধীনে "ইনভেন্টরী সফটওয়্যার" নামে লিংক অথবা https://blpa.skylarksoft.net থেকে ব্যবহার করা যাবে। উল্লেখ্য যে, গত ০৫-১২-২০২৩ তারিখে Sky Lark Soft Ltd কর্তৃক এ কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে Inventory ও Asset Management Software ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

Inventory ও Asset Management Software ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

Inventory ও Asset Management Software ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

Inventory মডিউল: Inventory মডিউলের মাধ্যমে কম্পিউটার সামগ্রী, স্টেশনারী সামগ্রী, আসবাবপত্র ইত্যাদির রিকুইজিশন অনলাইনে গ্রহণ ও অনুমোদন সাপেক্ষে স্টোর হতে মালামাল সরবরাহ করা হয়।

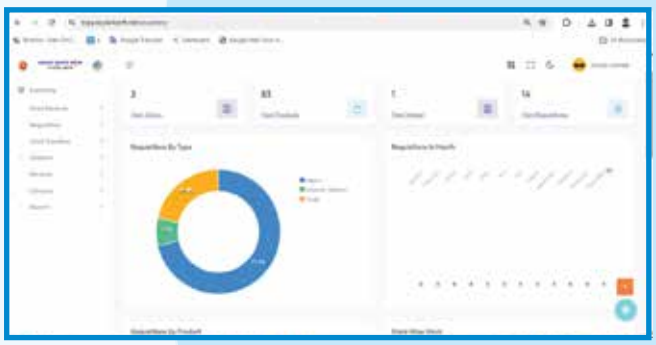

Asset মডিউল: Asset মডিউলের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান স্থায়ী সম্পদ যেমন: কম্পিউটার সামগ্রী, স্টেশনারী সামগ্রী, আসবাবপত্র, জমি ও ভবন ইত্যাদির তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা হয়।

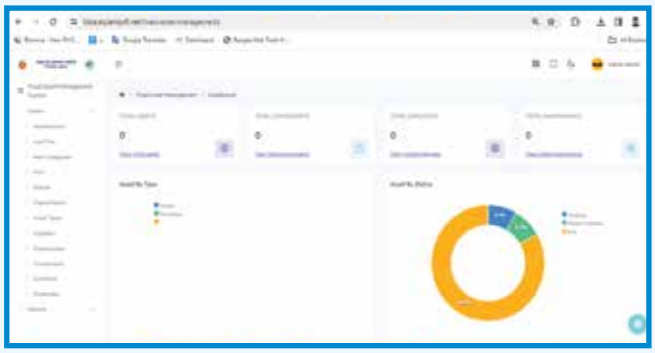

Traffic Report Management Software

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিদ্যমান স্থলবন্দরসমূহের প্রত্যেক দিনের ট্রাফিক রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট করার জন্য Traffic Report Management Software ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে। বর্তমানে নিজস্ব সার্ভারে হোস্ট করা আছে।

সফটওয়্যারটির লিং: http://203.76.103.86/trms/

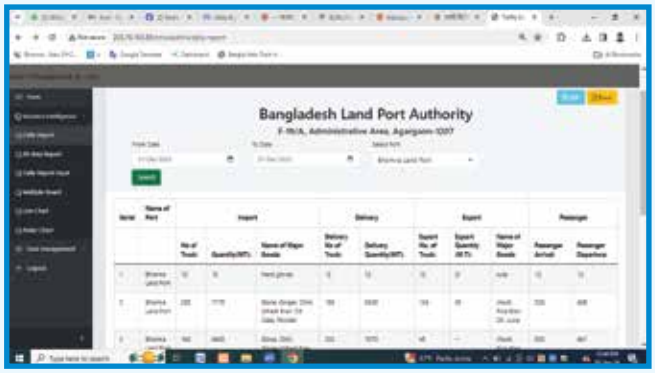

"ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর (জামালপুর)" এবং "রামগড় স্থলবন্দর (খাগড়াছড়ি)" উদ্বোধন

জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া-কামালপুরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫.৮০ একর জমি অধিগ্রহণ করে এবং প্রায় ৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর নামে একটি আধুনিক স্থলবন্দর নির্মাণ করা হয়েছে। এর আওতায় আরসিসি ইয়ার্ড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ওয়্যারহাউজ, ওয়েব্রীজ স্কেল, টয়লেট কমপ্লেক্স, ড্রেইন, সীমানাপ্রাচীর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দরের মাধ্যমে উক্ত এলাকার সাথে প্রতিবেশি দেশে ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জ হয়ে মেঘালয় রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয়ও বাড়বে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন

বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট: ১ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও জিওবি অর্থায়নে রামগড় স্থলবন্দরে ৭৩.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে। বন্দরটি চালুর লক্ষ্যে এরই মধ্যে যাত্রীসাধারণের জন্য সকল সুবিধাসংবলিত ১০.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবনও নির্মাণ করা হয়েছে।

গত ১৪ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে নৌপরবহন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে "ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর (জামালপুর)" এবং "রামগড় স্থলবন্দর (খাগড়াছড়ি)" এর প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করা হয়। এসময় জুম মিটিংয়ে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

ভার্চুয়াল সভায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

উদ্বোধনকৃত ও উদ্বোধনযোগ্য বন্দরসমূহ:

১। হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার বাল্লা স্থলবন্দরের ইয়ার্ড, ড্রেইন, সীমানা প্রাচীর, ডরমেটরী, অফিস ভবন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, পুকুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১৩ একর জমির ওপর নির্মিত দেশের ২৩তম স্থলবন্দরটি শীঘ্রই উদ্বোধন শেষে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হবে।

বাল্লা স্থলবন্দরের ইয়ার্ড নির্মাণ

বাল্লা স্থলবন্দরের অফিস ভবন

২। "গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় ৭৫.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আরসিসি ইয়ার্ড, ০২টি ওয়্যারহাউজ, ০৪টি ওয়েব্রীজ স্কেল, টয়লেট কমপ্লেক্স, ড্রেইন, সীমানা প্রাচীর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী,

গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের উদ্বোধনী নামফলক স্থাপন

এমপি কর্তৃক ১৭/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের উদ্বোধনী নামফলক স্থাপন করা হয়।

বিলোনিয়া স্থলবন্দরের উদ্বোধনকৃত নামফলক স্থাপন

৩। ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলাধীন বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। বিলোনিয়া স্থলবন্দরটি ২১/০৫/২০২৩ তারিখে মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় ১০ একর জমিতে বিলোনিয়া স্থলবন্দরটি সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৩৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম চালু রয়েছে।

মাসিক সমন্বয় সভা

২৫ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অক্টোবর ২০২৩ মাসের সমন্বয় সভা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ০৪ (চার) টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ০৪টি সমন্বয় সভায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। সমন্বয় সভায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ও বিওটিভিত্তিতে পরিচালিত বন্দরসমূহের ইনচার্জ/প্রতিনিধিগণ অনলাইনে (জুম প্লাটফর্ম) অংশগ্রহণ করে থাকেন। সমন্বয় সভার মাধ্যমে ডি-নথি বাস্তবায়ন, অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পন্নকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং বন্দরসমূহের ইনচার্জগণ বন্দরের বিভিন্ন সমস্যাদি, উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম, যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সংক্রান্ত তথ্যাদি অবহিত করে থাকেন; যা সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়ে থাকে।

২৬ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নভেম্বর ২০২৩ মাসের সমন্বয় সভা

তথ্য অধিকার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে ২৭-০৯-২০২৩ তারিখ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ মোতাবেক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে ২৭-০৯-২০২৩ তারিখ প্রধান কার্যালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

বন্দর পরিদর্শন / সুধী/অংশীজন সভা

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী এঁর ০৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ বেনাপোল স্থলবন্দর পরিদর্শন।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী ১২-১৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখ সোনাহাট ও বুড়িমারী স্থলবন্দর, ০৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ বেনাপোল ও ০৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ ভোমরা, ১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ গোবরাকুড়া-কড়ইতলী, নাকুগাঁও ও ১৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে চেয়ারম্যান বন্দরগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে নির্দেশনা প্রদান করেন।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী এঁর ০৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ বেনাপোল স্থলবন্দর পরিদর্শন।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী এঁর ০৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ ভোমরা স্থলবন্দর পরিদর্শন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২৩-২০২৪ এর আওতায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বিষয়ে বেনাপোল স্থলবন্দরের অংশীজনদের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অবহিতকরণ সভা বাস্তবকের চেয়ারম্যান মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী এঁর উপস্থিতিতে গত ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোরে অনুষ্ঠিত হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২৩-২০২৪ এর আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বেনাপোল স্থলবন্দরের অংশীজনদের (Stakeholders) অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা বাস্তবকের চেয়ারম্যান মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী এর উপস্থিতিতে ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ বেনাপোল স্থলবন্দরে অনুষ্ঠিত হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২৩-২০২৪ এর আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভোমরা স্থলবন্দরে আয়োজিত গণশুনানি বাস্তবকের চেয়ারম্যান মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী এঁর উপস্থিতিতে ০৪ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ ভোমরা স্থলবন্দরে অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ চিত্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রামগড় স্থলবন্দর উদ্বোধন

- বাংলানিউজটুয়েন্টিফোর.কম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় স্থলবন্দর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ইতোমধ্যে রামগড় স্থলবন্দর দিয়ে ইমিগ্রেশন কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে টার্মিনাল শেড, ব্যাংক, কাস্টমস, বিজিবি ও পুলিশের সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

রামগড় স্থলবন্দর আইসিপি

২০১৫ সালের ৬ জুন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু- ১ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ২০২১ সালের ০৯ মার্চ ১৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতুটির উদ্বোধন করেন। খাগড়াছড়ির রামগড়ে মহামুনি এলাকায় ৪১২ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৪.৮০ মিটার প্রস্থের আন্তর্জাতিক সেতুটি দেশের প্রথম মৈত্রী সেতু।

রামগড় স্থলবন্দর আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে প্রায় ১১২ কিলোমিটার দূরত্বের এই স্থলবন্দর ব্যবহার করে মাত্র ৩ ঘন্টায় চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ট্রান্সশিপমেন্টের পণ্য যেতে পারবে ভারতে। দেশটির সেভেন সিস্টার্স খ্যাত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ত্রিপুরা রাজ্যসহ মেঘালয়, আসাম, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে এই বন্দর দিয়েই। একই সঙ্গে রামগড় স্থলবন্দর ব্যবহার করে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে পণ্য পরিবহন করতে পারবেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। ইমিগ্রেশন স্টেশন চালু হলে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আশপাশ এলাকার মানুষ রামগড় ও সাব্রুম সীমান্ত পথে ভারতে ভ্রমণে যেতে পারবেন। একইভাবে ভারতের ত্রিপুরাসহ আশেপাশের রাজ্যের মানুষও এ সীমান্ত পথে বাংলাদেশে ভ্রমণে আসবেন। সব মিলে বাড়বে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটনসহ বিকশিত হবে পাহাড়ের অর্থনীতি।

ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর

- বাংলানিউজটুয়েন্টিফোর.কম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। এ বন্দরের জন্য ১৫.৮০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। পাথর নির্ভর এ স্থলবন্দরটি চালু হয় ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকেই। কিন্তু ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় স্থলবন্দরটি পুরোপুরি বন্ধ করে ভারত সরকার। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই কামালপুর স্থলবন্দরটি শুধুমাত্র এলসি স্টেশন হিসেবে চালু হলেও ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা বন্ধ থেকে যায়। আমদানি-রপ্তানি সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ২১ মে কামালপুর ল্যান্ড কাস্টমসকে পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দরে রূপান্তর করা হয়। ঢাকা থেকে কামালপুর স্থলবন্দরের দূরুত্ব ২১৮ কিলোমিটার।

ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর

আমদানি পণ্যের মধ্যে গবাদি পশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর, কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজসহ সকল পণ্য। আর রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে সরকার ঘোষিত সকল রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

রামগড় স্থলবন্দর দিয়ে যাত্রী পারাপার মার্চেই: ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার ফেনী নদীর ওপর নির্মিত ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু ও বন্দর অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন তিনি।

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম।
Published: 5 March 2024, 09:26 PM

চলতি বছরের মার্চ থেকে খাগড়াছড়ির রামগড় স্থলবন্দর দিয়ে যাত্রী পারাপার শুরু হবে বলে ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার বিনয় জর্জ জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার রামগড় স্থলবন্দরের চলমান অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে বিনয় বলেন, "ভারতের ত্রিপুরার সাব্রুমে আইসিপি বা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট প্রস্তুতি শেষের দিকে; এটি শীঘ্রই উদ্বোধন হবে। তখন দুই দেশের যাত্রীরা মৈত্রী সেতু হয়ে পারাপারের সুযোগ পাবেন।"

এর আগে বেলা ১১টায় ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার রামগড় পৌঁছান। সেখানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (ট্রাফিক) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য ও রামগড় স্থলবন্দরের প্রকল্প পরিচালক সরওয়ার আলম, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মনিরুজ্জামান, রামগড় ৪৩ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ ইমাম হোসেন, খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার মুক্তাধর ও রামগড় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতা তাকে স্বাগত জানান।

পরে রামগড় আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবনের অফিসকক্ষে মতবিনিময় সভা করেন বিনয়। সভাশেষে ফেনী নদীর ওপর নির্মিত ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু ও বন্দর অবকাঠামো নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। ভারতের সেভেন সিস্টার্স খ্যাত দেশটির উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্য ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রামগড় ও ত্রিপুরার সাব্রুম স্থলবন্দর চালুর উদ্যোগ নেয় দুই দেশ।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করে এ স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আনা-নেওয়ার কাজ চলবে। স্থলবন্দর চালুর লক্ষে রামগড়ে মহামুনি এলাকায় ৪১২ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৪ দশমিক ৮০ মিটার প্রস্থের বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সেতু-১ নামে একটি সেতু নির্মাণ করেছে ভারত। রামগড় স্থলবন্দরের প্রকল্প পরিচালক সরওয়ার আলম সাংবাদিকদের বলেন, "বাংলাদেশের দিক থেকে ইমিগ্রেশন কার্যক্রম শতভাগ প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী গত বছরের ১৪ নভেম্বর রামগড় আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনালটি উদ্বোধন করেছেন। "ভারতের দিক থেকে আগামী ৯ মার্চ ভারতের ত্রিপুরার সাব্রুমে আইসিপি বা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের উদ্বোধনের কথা জানিয়েছেন ভারতীয় হাই কমিশনার। এরপর মৈত্রী সেতু হয়ে যাত্রীরা যাতায়াতের সুযোগ পাবেন।"

বেনাপোলে অত্যাধুনিক কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল উদ্বোধন জুনে

সময় নিউজ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাণিজ্যিক সুবিধা বাড়াতে বেনাপোল বন্দরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৩২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪১ একর জমিতে নির্মাণাধীন অত্যাধুনিক কার্গো ভেহিকেল টার্মিনালটি জুনে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ৮০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে।

বেনাপোল অত্যাধুনিক কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল উদ্বোধন হচ্ছে জুন মাসে। ছবি সংগৃহীত

বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে, এ টার্মিনালে একসঙ্গে দুই হাজার পণ্যবাহী ট্রাক পার্কিংসহ নানা সুবিধা পাবেন বন্দর ব্যবহারকারীরা। এতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য যেমন গতিশীল হবে, তেমনি রাজস্ব আহরণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে।

বেনাপোল বন্দর পরিচালক রেজাউল করিম জানান, সরকার ভারতের পেট্রাপোল বন্দরের পাশে বেনাপোল বন্দরে ৪১ একর জায়গায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৩২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে শুরু করে কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ। এখানে একসঙ্গে ভারতীয় পণ্যবাহী ২ হাজার ট্রাক পার্কিং, ট্রাক চালকদের জন্য অত্যাধুনিক ৩ টা টয়লেট কমপ্লেক্স ও থাকা, খাওয়ার সু ব্যবস্থায় ব্রাক বিল্ডিং,ফায়ার সার্ভিস, কেমিকেল শেড থাকছে। এটি সরকারের এ যাবতকালের বেনাপোল বন্দরে সবচেয়ে বড় প্রকল্প।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সাজেদুর রহমান বলেন, 'প্রতিবছর বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারতের সঙ্গে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার আমদানি ও ১০ হাজার কোটি টাকার রফতানি বাণিজ্য হয়। বন্দর আধুনিকায়নে কাজ চলছে, এতে আমরা খুশি। এটির সেবা শুরু হলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য যেমন গতিশীল হবে তেমনি রাজস্ব আহরণ দ্বিগুন বৃদ্ধি পাবে।'

বন্দরের প্রকল্প প্রকৌশলী মশিউর রহমান বলেন, 'দ্রুত গতিতে কাজ এগোচ্ছে। কাজের মান ঠিক রাখতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন অর্থ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ। এছাড়া ঢাকায় নিযুক্ত কলকাতা দূতাবাস কর্মকর্তারা টার্মিনাল পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

মেহেরপুরে চালু হচ্ছে চেকপোস্ট ও স্থলবন্দর

সময় নিউজ, ০৬ জুলাই ২০২৩

মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী এলাকার স্বাধীনতা সড়কে শিগগিরই চালু হচ্ছে চেকপোস্ট ও স্থলবন্দর। এতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে বলে আশা উভয় দেশের নাগরিকদের।

মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধযুদ্ধের সঙ্গে মিশে আছে মুজিবনগর থেকে ভারতের হৃদয়পুর সড়ক। বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সম্মতিতে মুজিবনগর থেকে ভারতের হৃদয়পুর সড়কটির নামকরণ করা হয়েছে 'স্বাধীনতা সড়ক'।

মেহেরপুরের 'স্বাধীনতা সড়ক'। ছবি: সময় সংবাদ

এবার মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী এলাকার এ সড়ক দিয়ে যাতায়াতের জন্য চেকপোস্ট ও ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষ্যে একটি স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। এখন তা বাস্তবায়নের অপেক্ষায় দিন গুনছেন উভয় দেশের নাগরিকরা।

স্থানীয়দের দাবি, মুজিবনগরকে পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে চেকপোস্টটি। আর স্থলবন্দর চালু হলে উভয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসার ঘটবে।

ভারতীয় নাগরিক নিখিল বিশ্বাস বলেন, এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার বন্ধন খুবই দৃঢ়। স্বাধীনতা সড়কটি দিয়ে চেকপোস্ট কিংবা স্থলবন্দর চালু হলে সকলেই উপকৃত হবে।

মেহেরপুর চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল বলেন, স্থলবন্দর চালু হলে মেহেরপুর একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠবে। এলাকার বেকার সমস্যার সমাধান হবে। এছাড়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি মুজিবনগর পর্যটন থেকে রাজস্ব আয় করা সম্ভব হবে।

এদিকে স্থলবন্দর ঘিরে ভারতে এরইমধ্যে রাস্তাসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। আর বাংলাদেশ অংশে সড়কের কিছু কাজ হলেও; আগামী অর্থবছরে অবকাঠামোগত কাজ শুরু হবে বলে আশ্বাস দেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। তিনি বলেন, চেকপোস্টের কাজ শুরু করতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার।

জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হলে, অবকাঠামো তৈরি করে দ্রুত চেকপোস্ট চালু করা হবে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ২৭ মে যাত্রী চলাচল ও পন্য আমদানি -রফতানির লক্ষ্যে ৩০ একর জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে একটি গেজেট প্রকাশ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। একই বোর্ড ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা সড়ককে স্থলবন্দরের তালিকাভুক্ত করে আরও একটি গেজেট প্রকাশ করে।

হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আসবে ভারতীয় পাট বীজ

দৈনিক ইনকিলাব, ০৬ মার্চ ২০২৪

দীর্ঘ দেড় বছর বন্ধের পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ১৩৮০ মেট্রিকটন পাট বীজ আমদানির অনুমতি পেয়েছেন ৫৬ জন আমদানিকারক। আমদানিকৃত পাট বীজগুলো ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন আমদানিকারকরা। আজ বুধবার (৬ মার্চ) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হিলি স্থলবন্দরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের উপ-সহকারী কর্মকর্তা ইউসুফ আলী। তিনি বলেন, হিলি স্থলবন্দরের দিয়ে ১৩৮০ মেট্রিকটন পাট বীজ আমদানির ইমপোর্ট পারমিশন (আইপি) অনুমোদন পেয়েছেন ৫৬ জন আমদানিকারক।

হিলি কাস্টমস ও বন্দর বিষয়ক সম্পাদক রবিউল ইসলাম সুইট জানান, দেশে চাহিদা থাকায় ভারত থেকে বিভিন্ন জাতের পাট বীজ আমদানির অনুমতি পেয়েছেন আমদানিকারকরা। সকল প্রক্রিয়া শেষে দুই একদিনের মধ্য ভারত থেকে পাট বীজ আমদানি শুরু হবে। তবে দীর্ঘ সময়ে পাট বীজ আমদানি বন্ধ ছিল। সর্বশেষ ২০২২ সালের ১৩ মার্চ এই বন্দর দিয়ে আমদানি শুরু হয় পাট বীজ।

হিলি পানামা পোর্ট এর জনসংযোগ কর্মকর্তা সোহরাব হোসেন প্রতাব মল্লিক বলেন,বন্দর দিয়ে অন্যান্য পণ্যের পাশাপাশি নতুন করে পাট বীজ আমদানি শুরু হলে সরকারের রাজস্ব আয় যেমন বাড়বে,তেমনি বন্দর কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের দৈনন্দিন আয়ও বাড়বে।

দিবস উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর "মহান বিজয় দিবস ২০২৩" উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

৪৮ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান।

১৫ই আগস্ট, ২০২৩ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে বংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমান চৌধুরী বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র এঁর প্রথম পুরষ্কার গ্রহণ করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বেনাপোল স্থলবন্দরের অংশীজনদের (Stakeholders) অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বিষয়ে বেনাপোল স্থলবন্দরের অংশীজনদের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষে নবযোগদানকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইনহাউজ প্রশিক্ষণ

"স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ" বিষয়ক কর্মশালা

"স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে জিআরএস সিস্টেমে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা" বিষয়ক সভা।

বিদেশি প্রতিনিধিদের সাথে চেয়ারম্যান এঁর মতবিনিময় সভা

নবযোগদানকৃত চেয়ারম্যান এঁর সাথে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতবিনিময় সভা।

Foreign Exposure Visit

GATF এর অর্থায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের ৩০ জুলাই-০৫ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে তুরস্কে Foreign Exposure Visit এ তুরস্কের The Port of Marmara এবং Turkey-Greece Border Dry Port পরিদর্শনের স্থির চিত্রসমূহ:

Marmara Dry Port, Turkey

Marmara Dry Port, Turkey

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের চীন ভ্রমণ এর চিত্রসমূহ:

চীনের Xinpengyuan Steel Pipe কারখানায় ফায়ারের পাইপের PSI কাজের চিত্র:

বেনাপোল স্থলবন্দরের কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনালের জন্য ফায়ারের পাইপ PSI সম্পন্ন করে চীনের Xinpengyuan Steel Pipe কোম্পানীর অফিসে সভার চিত্র:

কল্যাণমূলক কার্যক্রম:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম যেমন: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা এবং কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনায় (কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য) গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহ বোনাস নীতিমালা ২০২২ অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হচ্ছে। কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া, কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মচারীগণ মারা গেলে তাঁদের পরিবারকে কর্তৃপক্ষের কল্যাণ ফাণ্ড হতে সর্বোচ্চ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। মৃত কর্মচারীর স্ত্রী/স্বামীকে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে কোনো পদে নিয়োগে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

বন্দর লজিস্টিক: আগামীর চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

'Logistics' শব্দটি ফরাসী 'Logistique' থেকে এসেছে। সমরবিদ Henry Baron De Jomini (১৭৭৯-১৮৬৮) তাঁর 'The Summary of the Art of War' গ্রন্থে শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধ পরিকল্পনা সফল করার লক্ষ্যে সৈন্য ও রসদ সরবরাহকরণে লজিস্টিকের ব্যবহার ছিল। সময়ের পরিক্রমায় বিশ্ব সামরিক ভাবনার চেয়ে বাণিজ্য কৌশলের দিকেই বেশি মনোযোগী হয়েছে। সেই সাথে বাণিজ্য পরিচালনায় সরবরাহ ব্যবস্থাপনার ধারণাও বিকশিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উৎপাদন স্থল হতে ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত সেবা প্রক্রিয়াই লজিস্টিক। বাণিজ্যের অপরিহার্য নিয়ামক-পণ্য, সেবা ও তথ্য প্রবাহ। এ নিয়ামকের নিরবচ্ছিন্ন যোগান ব্যবস্থা লজিস্টিক। খাদ্য, পণ্য ও শিল্পের কাঁচামাল বন্দর দিয়েই আনা-নেয়া করা হয়। সীমান্ত বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও যোগাযোগ সহজীকরণে স্থলবন্দরে লজিস্টিক সেবা প্রধানত- কার্গো পার্কিং ও হ্যান্ডলিং, পণ্যাগারে সংরক্ষণ ও পণ্য প্রদান প্রক্রিয়া। বন্দর, কাস্টমস, আমদানি-রপ্তানিকারক, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডস, ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এ সেবা প্রদানে নিয়োজিত রয়েছে। বন্দরে লজিস্টিক সেবার দুর্বলতার কারণে বাঁধাগ্রস্ত হয় বাণিজ্য, বাড়ে খরচ। এতে বন্দর পরিষেবার মান ও দক্ষতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। প্রতিযোগিতামূলক টার্নঅ্যারাউন্ড ও ক্লিয়ারেন্স সময়ের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সমর্থিত বিশ্বমানের বন্দর, স্টোরেজ এবং পরিবহন সমন্বিত লজিস্টিকস ব্যবস্থা উন্নয়ন করা সময়ের দাবি। আজকের নিবন্ধে বাংলাদেশের স্থলবন্দরে উন্নত লজিস্টিক পরিষেবায় আগামীর চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার বিষয়ে অবতারণা করতে চাই।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ একটি সেবাধর্মী সরকারি সংস্থা। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছে। কর্তৃপক্ষের আওতায় এ পর্যন্ত ঘোষিত স্থলবন্দর ২৪টি। তন্মধ্যে ১৬টি স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু রয়েছে। অবশিষ্ট ০৮টি বন্দর চালুর অপেক্ষাধীন আছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় ট্রান্সপোর্ট ও ট্রান্সশিপমেন্টের কেন্দ্র বাংলাদেশ। স্থলপথে প্রতিবেশি দেশের মধ্যে কম খরচে, সহজে যাত্রী চলাচল ও মালামাল পরিবহন করা হয়। এতে স্থলবাণিজ্য বিকাশিত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিবেশি দেশের জনগণের সাথে বাংলাদেশের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের স্থলবন্দরের সাথে রেল ও সড়ক সংযোগ গড়ে উঠেনি। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বন্দরগুলো সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। সেখানে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ও উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট পরিষেবা সীমিত। এতে নিবিড় প্রযুক্তিনির্ভর বন্দর ব্যবস্থা গড়ে তোলা চ্যালেঞ্জ। সীমান্তে প্রায় ১৫টি সরকারি দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কর্ম পরিচালনায় পৃথক পৃথক বিধি-বিধান রয়েছে। বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনায় অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা বিরাজমান। প্রযুক্তি জ্ঞানসমৃদ্ধ সীমিত জনবল ও গবেষণা কার্যক্রমের অনুপস্থিতিতে টেকসই স্থলবন্দর ও উদ্ভাবনী লজিস্টিক উন্নয়ন করাও চ্যালেঞ্জ। তবে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উত্তরণপূর্বক স্থলবন্দরে সেবা কার্যক্রম আরও দক্ষ ও স্মার্ট করার সুযোগ রয়েছে।

বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বন্দর অবকাঠামো ও সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণের বিষয়টি সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে। সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) স্থলবন্দরের পরিষেবার ব্যয় হ্রাস ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাসহ দাপ্তরিক কার্যক্রমে কাগজের ব্যবহার কমানো এবং বন্দর হতে পণ্য খালাসের সময় হ্রাসের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ ও অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় আসছে। আগামী দিনে আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম, পণ্য ও সেবা উৎপাদনে বড় ধরণের পরিবর্তন আসবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের শ্রমের স্থানচ্যুতি ও কর্মসংস্থানের ওপর চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হবে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ধরে রাখতে প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সুবিধা গ্রহণের বিকল্প নেই।

সামনে আছে ২০৪১ এর আহবান। ২০২৬ সালের পর বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে আনুষ্ঠানিকভাবে বেরিয়ে আসবে। কতিপয় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করবে। সে চ্যালেঞ্জ উত্তরণে উচ্চ প্রবৃদ্ধির চাকায় ভর করে উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন।

UNESCAP Inter-Governmental Agreement on Dry Ports (২০১৩) এর আওতায় বাংলাদেশের ১৪টি স্থলবন্দর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত চুক্তিতে স্থলবন্দরে (Dry Ports) আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে টেকসই পরিবহণ ও লজিস্টিক সেবা অবকাঠামো উন্নয়নের বিধান রয়েছে। WTO-Trade Facilitation Agreement (TFA) এর আওতায় অন্ত ও আন্তঃ সীমান্ত বাণিজ্য ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী ৩৮টি পদক্ষেপ রয়েছে। তন্মধ্যে ০৯টি পদক্ষেপ অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সাথে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে; যা বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বিশ্বের উন্নত ও দক্ষ বন্দরগুলোতে লজিস্টিক পরিষেবার মান বর্তমানে সূচকে নির্ধারণ করা হয়। এতে একদিকে উন্নত ও টেকসই লজিস্টিক পরিষেবার সুযোগ সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে আমদানি-রপ্তানি পরিচালন ব্যয়, সময় ও জটিলতা হ্রাস পায়। সর্বোপরি লজিস্টিক সেবা প্রক্রিয়াগুলো অনলাইন ভিত্তিক হলে পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় সময় ও খরচ দুটোই সাশ্রয় হবে। একইসাথে বন্দরে বাণিজ্যিক সুবিধা এবং পারফরম্যান্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ২০২৩ সালে World Bank Logistic Performance Indicator-এ ১৩৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮তম যা ২০১৮ সালে ছিল ২০০টি দেশের মধ্যে ১৬০তম। ১২টি ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। জাতীয় শিল্পনীতি-২০২২ এ লজিস্টিক সেবাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেবা কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে One Stop Service Act, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। যোগাযোগ অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাংলাদেশের জনগণের অহংকার পদ্মা বহুমুখী সেতু। এটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে সমগ্র দেশের একটি সংযোগ স্থাপন করেছে। এতে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ও যোগাযোগে দৃশমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সামনে আছে ২০৪১ এর আহবান। ২০২৬ সালের পর বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে আনুষ্ঠানিকভাবে বেরিয়ে আসবে। কতিপয় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করবে। সে চ্যালেঞ্জ উত্তরণে উচ্চ প্রবৃদ্ধির চাকায় ভর করে উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন। এই প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালক হবে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও রপ্তানি বাণিজ্য। রপ্তানি গন্তব্যের দৃষ্টি দিতে হবে প্রতিবেশি দেশের বাজারের দিকে। প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সিংহভাগ সম্পাদিত হয় স্থলপথে। ফলে স্থলপথে আঞ্চলিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ হয়ে উঠতে পারে সত্যিকার অর্থে গেম চেঞ্জার। কারণ, বাংলাদেশের ভৌগোলিক সুবিধাজনক অবস্থান এবং বিশ্বের পঞ্চম দীর্ঘ স্থলসীমান্ত। তবে কম সময় ও ব্যয়ে নিরাপদ পণ্য পরিবহন সহজতর করার জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট স্থলবন্দর। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব বিশ্বমানের স্থলবন্দর বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে। স্থলবন্দরকেন্দ্রিক আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান স্থলবন্দরগুলোর সার্বিক কার্যক্রমের মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বন্দরের সম্প্রসারণ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনা সহজতর করার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বেনাপোল ও বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে অটোমেশন, বুড়িমারী স্থলবন্দরে ই-পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ভোমরা স্থলবন্দরে অটোমেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল স্থলবন্দর আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশন করা হবে। প্রকল্পসমূহের কাজ বাস্তবায়িত হলে, বন্দরে সুসমন্বিত লজিস্টিক সিস্টেম গড়ে উঠবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবে অন্যতম কম্পোনেন্ট বিগ ডেটার ব্যবহার পণ্যবাহী গাড়ি ট্রেচিং এবং ট্রান্সপারেন্সি আনয়নে অনন্য ভুমিকা রাখবে। এতে World Bank Logistic Performance Indicator এ বাংলাদেশের অবস্থান উত্তরোত্তর সুদৃঢ় হবে। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে, অপরদিকে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের পথ উন্মোচিত হবে। এর মাধ্যমে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন ত্বরান্বিত হবে।

মো. আনিসুর রহমান
সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক)
চেয়ারম্যান এঁর দপ্তর

শেওলা স্থলবন্দরের পথ চলা

দেশের ধনী উপজেলা হিসাবে পরিচিত উপজেলাটি হলো সিলেটের বিয়ানীবাজার। এ উপজেলার প্রায় প্রতিটি বাড়িতে এক, দু'জন বিদেশে থাকেন। কেউ লন্ডন, আমেরিকা, কেউ বা কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, মধ্যপ্রাচের দেশে।

সিলেট শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার পূর্বে বিয়ানীবাজার উপজেলা। এ উপজেলার ভারত সীমান্ত ঘেষা গ্রাম বড়গ্রাম ও কোনাগ্রাম । উপজেলা সদর থেকে ১৪ কিলোমিটার দূর। গ্রামদুটির মাঝখানে শেওলা স্থলবন্দর। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অন্যতম স্থলবন্দর এটি।

শেওলা স্থলবন্দরের উত্তরে বড়গ্রাম বিল। এতে বুক সমান পানি। বিলে শেওলা শাপলা, শালুক, আর কচুরিপানার প্রস্ফুটিত ফুল মন কেড়ে নেয়। কখনও শিকারের আশায় সাদা বকের ওড়াউড়ি নজর কাড়ে। বন্দরের দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল পাথর ভাঙ্গার কর্মশালা (ওয়ার্কসপ)। এর সংখ্যা হবে দুই শতাধিক। ঊষার আলো ফুটতেই শুরু হয় কর্মযজ্ঞ। এ সকল কর্মশালায় নারী পুরুষ শ্রমিক মিলেমিশে পাথর ভাঙ্গার কাজ করছে। বড় গ্রাম, কোনাগ্রাম, সাদিমাপুর, সিলেটিপাড়া, দুবাগ, কাকড়দীয়াসহ পার্শ্ববর্তী দশ গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকার প্রধান উৎস এ কর্মশালাগুলো। তাই তো শেওলা স্থলবন্দর এক-দু'দিন বন্ধ থাকলে কর্মশালাগুলো অচল হয়ে পড়ে। তখন জীবিকায় ভাটা পড়ে তাদের।

এখানে শেওলা স্থলবন্দরের ইতিবৃত্ত উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৬৫ সাল। আমদানি-রপ্তানি, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় শেওলা শুল্ক স্টেশন। দিন গড়িয়ে মাস। মাস পেরিয়ে বছর। বছর কেটে গেছে ৫০টি। সরকারের পরিকল্পনা, শেওলা শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দরে উন্নীত করা। জমি অধিগ্রহণের পালা। জমির পরিমাণ ২২ দশমিক ০২ একর। অধিগ্রহণও সম্পন্ন হয় যথাসময়।

এবার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। দিন তারিখ ঠিক। শেওলা স্থলবন্দর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের তারিখ ১৩ই ফ্রেব্রুয়ারি, ২০২১। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন। শুরু হয় ইট-পাথরের নির্মানশৈলী। তা চলে টানা দুবছর। স্থলবন্দরের সীমানাপ্রাচীর, ওয়্যারহাউজ, ওয়েব্রীজ, ডরমিটরী ভবন, মাল্টিসার্ভিস এজেন্সি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ।

২৭ মে, ২০২৩। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ হাসান আলী পরিদর্শন করেন শেওলা স্থলবন্দর। তিনি জানান শীঘ্রই উদ্বোধন হবে এই বন্দর । তিনি ঢাকায় ফিরে দিন তারিখ নিশ্চিত করেন। তারিখটি হলো ৭ জুন, ২০২৩, বুধবার। চলছে প্রস্তুতি। দিন ঘনিয়ে আসে। ৭ জুন, ২০২৩, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী,এমপি, স্থানীয় সাংসদ জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলমগীর উপস্থিত থেকে শেওলা স্থলবন্দরের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। শুরু হয় শেওলা স্থলবন্দরের আনুষ্ঠানিক পথ চলা। দিনে দিনে শেওলা স্থলবন্দরের পথ চলার ৭ মাস গত হলো। এ সময়ে শেওলা স্থলবন্দরের আয় হয়েছে ০১ কোটি ৬২ লাখ ৭১ হাজার ৩৮৩ টকা।

প্রতিদিন গড়ে দু'শ ভারতীয় পাথর বোঝাই ট্রাক এই বন্দরে প্রবেশ করে। এর ৯৫ ভাগ পাথর। অন্য ৫ভাগ কয়লা ও রেলওয়ে স্লিপার। শেওলা স্থলবন্দর দিয়ে পাথর, কয়লা, আদা, রসুন, পেয়াজ, মরিচ, গাছ-গাছড়া, ফলমূল ও গার্মেন্টস সামগ্রীসহ ২৫টি পণ্য আমদানির অনুমোদন রয়েছে সরকারের। আর রপ্তানিযোগ্য সকল পণ্য ।

গত জুলাই-২০২৩ থেকে ডিসেম্বর-২০২৩ মাস পর্যন্ত শেওলা স্থলবন্দরের আয়ের বিবরণী ঃ

মাস	ভারতীয় গাড়ির সংখ্যা	ওজন মে:টন	বন্দর মাশুল	মূসক	মোট টাকা
জুলাই	৩৯৯০	৯১১৪০	৩০৭৯৭৮২	৪৬২১৯৯	৩৫৪১৯৮১
আগষ্ট	২৪৬৯	৫৬২২০	১৮৫২০১৯	২৭৭৮১২	২১২৯৮৩১
সেপ্টেম্বর	১০২৮	২৩০৩০	৮৯৯৫৮৬	১৩৪৯৪০	১০৩৪৫২৬
অক্টোবর	৪৫৪৩	১০৪৮৯০	৩৬৯৩১২৭	৫৫৪০১৬	৪২৪৭১৪৩
নভেম্বর	৩১৫৮	৮০৬১০	২৪১৫২২৯	৩৬২২৯১	২৭৭৮১২০
ডিসেম্বর	৩৭৪৭	৮৪২৬৫	২৮৯৬৬৬৫	৪৩৩৫৫৮	৩৩৩০২২৩

শেওলা স্থলবন্দরের যাত্রার শুরুতে ছিল নানা চ্যালেঞ্জ। মুখোমুখি হতে হয়েছে নানাবিধ সমস্যার। এর মধ্যে অফিস, আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব ছিল। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সুযোগ্য চেয়ারম্যান জনাব জিল্লুর রহমান চৌধুরী। তিনি সদ্য যোগদান করেছেন। তিনি প্রথম পরিদর্শন করেন শেওলা স্থলবন্দর, প্রত্যক্ষ করেন সকল চ্যালেঞ্জ। তাঁর আন্তরিকতা ও দিক নির্দেশনায় সে সকল চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। তবে এখনও কিছু সমস্যা বিদ্যমান। তা সমাধানে প্রধান দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিরলস কাজ করে চলেছেন।

মোঃ আমিনুল হক
সহকারী পরিচালক
শেওলা স্থলবন্দর, বিয়ানীবাজার, সিলেট।

A regular publication of
Bangladesh Land port Authority

স্থলবন্দর সাময়িকী

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, প্লট- এফ, ১৯/এ
শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও, ঢাকা- ১২০৭।
ফোন: ০২-৪১০২৫৩০০।